প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী

নং-ডিআরআই/৬/২০১৫ তারিখ ঃ ৩.৬.২০১৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সমাজবিজ্ঞানী প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৭৩ এর ১২(২) ধারা অনুযায়ী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর এবং উপ-উপাচার্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিক্ষাবিদ বরেণ্য সমাজবিজ্ঞানী ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরীকে উপ-উপাচার্যের পদ থেকে অব্যাহতি প্রদানপূর্বক ১৫.৬.২০১৫ তারিখ হতে আগামী ৪ (চার) বছরের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন। প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী আগামী ১৫.৬.২০১৫ তারিখ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করবেন। প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী বিগত ২০১৩ সালের ৩০ মে তারিখ থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

স্বনামধন্য এ শিক্ষক ও গবেষক ১৯৫৫ সনের ১ জুলাই চট্টগ্রাম নগরীর উত্তর কাট্টলীর এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরে ড. ইফতেখার অনন্য মেধা ও প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। তিনি ৫ম শ্রেণী ও ৮ম শ্রেণীতে মেধা তালিকায় জেলার শীর্ষ অবস্থানে সরকারী বৃত্তি লাভ করেন। কুমিলণ্ডা বোর্ডের অধীনে ১৯৭০ সনে এসএসসিতে ১ম বিভাগ ও ১৯৭২ সনে এইচএসসিতে ১ম বিভাগ অর্জন করেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে তিনি বি.এ. ও এলএল.বি এবং পরবর্তীতে ১৯৮১ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগ থেকে এম.এ. (১ম ও শেষ পর্ব) পরীক্ষায় ১ম শ্রেণীতে ১ম স্থান (একমাত্র ১ম শ্রেণী) অধিকার করেন।

তিনি ১৯৮২ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে প্রভাষক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন। জাপান সরকারের বৃত্তির অধীনে ১৯৮৩ সনে ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাপানী ভাষায় ডিপেণ্ডামা অর্জন এবং ১৯৮৮ সনে সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি-এইচ.ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯৮৮-১৯৮৯ সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালির্ফোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে (বার্কলে), পোষ্ট ডক্টরাল প্রোগ্রাম শেষ করেন। পরবর্তীতে বিশ্বের খ্যাতিমান শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় তথা যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় (ফুলব্রাইট সিনিয়র ফেলো), সাউদার্ণ ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় (কার্বনডেইল), বিনহামটম বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর গবেষণায় নিয়োজিত ছিলেন। তিনি জাপান, ডেনমার্ক ও যুক্তরাজ্যসহ বহুদেশে খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এসবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জাপানের সুকুবা বিশ্ববিদ্যালয়, ওসাকা সিটি বিশ্ববিদ্যালয়, কোবে গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়, রিওককু বিশ্ববিদ্যালয়, ডেনমার্কের অলবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়, যুক্তরাজ্যের গণ্ডাসগো বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও তিনি বিশ্বের বহু দেশে গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

- ০২

পেশাগত জীবনে এ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ বহু আন্তর্জাতিক সংস্থা UNDP, UNCHS, DFID-SUFER, IDSN-Denmark, IIDS-India, UNFPA, UNESCO, UNICEF, USAID ইত্যাদিসহ বহু দেশীয় সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থায় সমাজবিজ্ঞানী, পরামর্শক ও গবেষক হিসেবে দীর্ঘ সময় বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করে আসছেন। বাংলা, ইংরেজি ও জাপানী ভাষায় প্রকাশিত তাঁর ৫ (পাঁচ) টি বই সমাজউন্নয়ন ও গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। এছাড়াও আন্তর্জাতিক ও দেশীয় জার্ণালে তাঁর বিপুল সংখ্যক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জাতীয় দিবসে প্রিন্ট মিডিয়ায় বিশেষসংখ্যায় তাঁর লিখিত মূল্যবান প্রবন্ধ সর্বমহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। একজন গুণী শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী যেমনটি ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে জনপ্রিয়, তেমনি একজন দক্ষ প্রশাসক ও শিক্ষক নেতা হিসেবেও তিনি সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তিনি ২০০০-২০০৩ পর্যন্ড় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি, ২০০১ সনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি, ২০০১-২০০২ পর্যন্ড় বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের মহাসচিব, ২০০১ সনে মুক্তিযুদ্ধের সচেতন পেশাজীবী ফোরাম, চট্টগ্রাম-এর আহবায়ক, ২০০২ সনে 'মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ'-শীর্ষক কর্মশালা'র যুগ্ন আহবায়ক, ১৯৯১-১৯৯৩ পর্যন্ড় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির তলবী সভার মাধ্যমে নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক, ১৯৯২-১৯৯৫ পর্যন্ড় 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, চট্টগ্রাম-এর প্রতিষ্ঠাতা প্রধান সমন্বয়কারী, বঙ্গবন্ধু পরিষদ, মাইজভান্ডারী একাডেমির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনসহ বিপুল সংখ্যক সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি, সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও উপদেষ্টা হিসেবে সততা, নিষ্ঠা ও নিরলসভাবে দায়িত্ব পালন করে তাঁর সৎ ও দক্ষ নেতৃত্ব প্রদানের যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন।

একজন মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী স্কুল জীবন থেকেই লেখাপড়ার পাশাপাশি রাজনীতি সচেতন ও শিক্ষা-সাহিত্য, নাট্যকলা, কবিতা,সঙ্গীত ইত্যাদি প্রগতিশীল চিন্ড়চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে নিজকে গড়ে তুলেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি মহাকালের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শের একজন নির্ভীক সৈনিক হিসেবে। তিনি ১৯৬৯ সনে কাট্টলী হাইস্কুলের ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও সহ সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৬৯ সনে গণঅভ্যুত্থানের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৭০ সনে নির্বাচনের আগে কাট্টলী ছাত্রলীগ অফিস উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি বাঙালি জাতির শ্রেষ্ঠ সন্ড়ান বঙ্গবন্ধুকে আনুষ্ঠানিক মাল্য দান করেন। ১৯৭১-এ মহাননেতা বঙ্গবন্ধুর আহবানে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়।

তিনি চট্টগ্রাম শহরের তৎকালীন কমান্ডার কাজী এনামুল হক দানু'র নেতৃত্বে এলাকার যুব সমাজকে সুসংগঠিত ও উদ্ধুদ্ধ করে বিভিন্ন প্রচারমূলক কর্মকান্ডে নেতৃত্ব দেন। ১৯৭৩-৭৪ সালে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৭৫-এ হায়েনাদের হাতে বঙ্গবন্ধু স্ব-পরিবারে নির্মমভাবে শাহাদাৎ বরণ করলে তিনি চক্রান্ড়কারীদের হাতে নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হন। এমনকি তাঁর স্বাভাবিক শিক্ষাজীবনও বাঁধাগ্রস্থ হয়। পরবর্তীতে তিনি নানা প্রতিকূল অবস্থায়ও শিক্ষাজীবনের ভালো ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি কবিতা সমিতির সভাপতি, নান্দিকার নাট্য গোষ্ঠীর সভাপতির দায়িত্ব পালনসহ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটক প্রকাশ ও নাট্য মঞ্চায়নসহ সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে নিজকে নিয়োজিত রাখেন।

এ শিক্ষাবিদ ১৯৯১-১৯৯৩ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রগতিশীল শিক্ষক সমাজের একজন সফল নেতা হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শিক্ষকদের সমর্থনে তলবী সভার মাধ্যমে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এ সময়ে উক্ত সমিতির সভাপতি ছিলেন বর্তমান আওয়ামীলীগের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা শিক্ষাবিদ প্রফেসর ড. হামিদা বানু। ১৯৯২-১৯৯৩ সাল থেকে শহীদ জননী জাহানারা ইমাম-এর নেতৃত্বে সংগঠিত চট্টগ্রাম ঘাতক দালাল নির্মূল আন্দোলনকে সফল করার প্রয়াসে প্রথম সভা আয়োজনের মাধ্যমে বেগম মুশতারী শফিকে আহবায়ক ও তিনি নিজে প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৭ তম উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর সংশিণ্টষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে বলেন মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমৃদ্ধ বিশ্ব মানের ক্যাম্পাস তৈরী করাই তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি আরও বলেন দেশের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স এখন ৪৯ বছর। এ দীর্ঘ সময় ধরে দেশে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সম্মানিত শিক্ষকগণ নিবেদিত প্রাণে জ্ঞানের যে দ্বীপশিখা জ্বালিয়েছেন, এ আলোয় আমরা সকলে আলোকিত। তিনি বলেন বীর চট্টলার অহংকার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। মহান মুক্তিযুদ্ধসহ বিগত সহস্র বছরে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় চট্টগ্রামের সূর্যসন্ড়ানদের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি আরও বলেন বিশ্ববিদ্যালয় মূলত জ্ঞান আহরণ, জ্ঞান বিতরণ, নতুন জ্ঞানের

অনুসন্ধান ও জ্ঞান সৃষ্টির তীর্থ স্থান। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারসহ সংশিণ্টষ্ট সকলের আন্ড়রিক সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁকে এ পবিত্র দায়িত্ব প্রদানের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে শোকরিয়া আদায় করেন এবং মহাকালের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু তনয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নূর"ল ইসলাম নাহিদ সহ সকলের প্রতি আন্ড়রিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

স্বাঃ
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (তথ্য)
রেজিস্ট্রার অফিস, চ.বি.।

অনুগ্রহ পূর্বক প্রচারের নিমিত্তে অনুলিপি প্রেরিত হলোঃ-
১। ব্যুরো প্রধান/বার্তা সম্পাদক, দৈনিক .....ঢাকা/চট্টগ্রাম।

ডেপুটি রেজিস্ট্রার (তথ্য)
রেজিস্ট্রার,অফিস,চ.বি।